ভূমিকা ঃ জন স্টুয়ার্ট মিল (J. S. Mill) হলেন মূলতঃ একজন উদারনীতিবাদী

Scanned by CamScanner

চিন্তাবিদ। তাঁর উদারনীতিবাদী চিন্তাধারার প্রধান দিকচিহ্নই হল ব্যক্তিস্বাধীনতা। তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তির স্বাধীনতার উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি মনে করেন, ব্যক্তিকে চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিতে হবে। তবেই ব্যক্তি সুস্থ ও স্বাধীনভাবে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে পারবে। প্রকৃতপক্ষে মিলই (J. S. Mill) অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্টভাবে উদারনীতিবাদী ও হিতবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে বিশ্লেষণ করেছেন। ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পর্কে এত সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ অন্যকোন চিন্তাবিদের রচনায় পাওয়া যায় না। ওয়েপার (C. L. Wayper) তাই বলেছেন, 'No finer defence of liberty of thought and discussion has ever been written.' তাই মিলই মূলতঃ ব্যক্তিস্বাধীনতার অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভাষ্যকার।

মিল : ব্যক্তিস্বাধীনতার আধুনিক ভাষ্যকার

মিল তাঁর ***On Liberty*** গ্রন্থে ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা সোচ্চারে প্রকাশ করেছেন। তিনি মনে করেন, ব্যক্তি বাক্ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা সহ অন্যান্য অধিকার ও স্বাধীনতা পেলে তবেই তার পক্ষে সুষ্ঠুভাবে জীবনধারণ করা এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানো সম্ভব। তাই তার জীবনাচরণ ও স্বাধীনতায় রাষ্ট্রীয় শক্তি যেন হস্তক্ষেপ না করে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা যেন ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে তার জীরনকে বিষিয়ে না তোলে। তাই মিল মনে করেন, সভ্য সমাজের সদস্য হিসাবে ব্যক্তি স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করবে এবং এই স্বাধীন জীবন যাপনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ মোটেই কাম্য নয়। রাষ্ট্র একমাত্র তখনই ব্যক্তির স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, যখন কোন ব্যক্তির ব্যক্তিস্বাধীনতা সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির ব্যক্তিস্বাধীনতা ভোগের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, অন্যথায় নয়। ***On Liberty*** গ্রন্থে মিল তাই সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন, 'The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilised community, against his will, is to prevent harm to others. His own good either physical or moral, is not a sufficient warrant.' প্রকৃতপক্ষে মিল ব্যক্তির নিজস্ব ভালো-মন্দ বোধের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপকে কাম্য বলে মনে করেননি। তবে, ব্যক্তির ভালো-মন্দবোধ যখন অপারপর ব্যক্তির ভালো-মন্দবোধকে ক্ষতিগ্রস্থ করে, একমাত্র তখনই রাষ্ট্র ব্যক্তির ভালো-মন্দবোধকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তার ক্ষমতাকে প্রয়োগ করবে।

সমষ্টিগত স্বার্থেই ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ

মিল মনে করেন, ব্যক্তির আচরণ দুপ্রকারের (i) আত্মগত আচরণ বা ব্যক্তিগত (self-regarding) কাজ এবং (ii) সমাজ সংক্রান্ত আচরণ বা অন্যান্য ব্যক্তি সংক্রান্ত (Other-regarding) কাজ। ব্যক্তি যখন তার ব্যক্তিগত বা আত্মগত আচরণ করে, যা দিয়ে সে শুধু তার নিজের ভালো করতে চায়, তাতে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে না বলে মিল মনে করেন। কিন্তু ব্যক্তির সমাজ সংক্রান্ত আচরণ যখন সমাজের অন্যান্য সকলের ভলো বা কল্যাণের পথে বাধার সৃষ্টি করে, তখন রাষ্ট্র ব্যক্তির সেই সমাজ সংক্রান্ত আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করবে বলে মিল মনে করেন। সুতরাং মিল মনে করেন, ব্যক্তির আত্মগত আচরণে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বা

ব্যক্তির ব্যক্তিগত কাজে নয়, সমাজ সংক্রান্ত কাজেই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ

Scanned by CamScanner

হস্তক্ষেপ কোন মতেই কাম্য নয়। কিন্তু ব্যক্তির সমাজ সংক্রান্ত বা অপরাপর ব্যক্তি সংক্রান্ত আচরণ অন্যান্য ব্যক্তির স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করলে সেই আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে রাষ্ট্র তার ক্ষমতাকে প্রয়োগ করবে। এইভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মিল সমাজের সকল ব্যক্তির ব্যক্তিস্বাধীনতার সুরক্ষার স্বার্থে কোন ব্যক্তির ক্ষতিকর ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার প্রথম পর্যায়ে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে চূড়ান্ত গুরুত্ব দিয়েছেন এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে যথাসম্ভব ন্যূনতম করার কথা বলেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে, মিল শিল্প বিপ্লবের নানাবিধ জটিল সমস্যাকে উপলব্ধি করে ব্যক্তির জীবন ও স্বাধীনতাকে নিরাপদ করে তোলার জন্য রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে বৃদ্ধি করার কথা বলেছেন। মিল পরিণত জীবনে দেখেছিলেন যে, শিল্প বিপ্লবের পথ ধরে পুঁজিবাদ চূড়ান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ব্যক্তির জীবন ও স্বাধীনতাকে বিষিয়ে তুলেছে। পুঁজিবাদের পথ ধরে সম্পদের অসম বণ্টনের কারণে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে উৎকট ধনবৈষম্য গড়ে উঠেছে। উৎকট ধনবৈষম্যের কারণে সাধারণ জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ধনীরা যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করলেও সাধারণ মানুষ সমস্ত প্রকার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে বিপন্ন জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছে এবং ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের কারণে সাধারণ মানুষের পক্ষে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানো সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। শিল্প বিপ্লবের এইসব কুফলের কারণে ব্যক্তি স্বাধীনতার নিদারুণ বিপর্যয়ে মিল মানসিকভাবে আহত হয়েছেন। তাই এই বিপর্যয়ের হাত থেকে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করা এবং ব্যক্তির জীবনযাত্রাকে নিরাপদ করে তোলার জন্য রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। বলাই বাহুল্য, তাঁর এই আহ্বানের মধ্যেই তিনি রাষ্ট্রের ভূমিকাকে প্রসারিত করতে চেয়েছেন।

জনজীবনের নিরাপত্তার স্বার্থে রাষ্ট্রের ভূমিকার সম্প্রসারণ

প্রকৃতপক্ষে, মিল শিল্প বিপ্লবোত্তর পুঁজিবাদী সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলা, ব্যক্তির জীবনযাত্রাকে যথার্থই নিশ্চিত করে তোলা এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানোর বাস্তব পরিস্থিতি গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করার পরামর্শ দিয়েছেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রাধীনে অর্থনৈতিক সংস্কার ও সামাজিক পুনর্গঠনের কথাও বলেছেন। এইভাবে তিনি রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে বৃদ্ধি করতে চাইলেও তিনি কিন্তু ব্যক্তির স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করতে কোন মতেই চাননি। বরং ব্যক্তির স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্বার্থে অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্যই তিনি রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে বৃদ্ধি করতে চেয়েছেন এবং এব্যাপারে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রয়োজনীয় সকল কার্য সম্পাদন করার কথাই তিনি বলেছেন। ওয়েপার (Wayper) তাই বলেন, 'Mill.....urges to use the state to remove the obstacles in the way of individual's development and to make life tolerable for the masses.'

প্রকৃতপক্ষে, মিল ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্বার্থেই রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে ক্রমসম্প্রসারিত করতে চেয়েছেন। তিনি মনে করেন, সমাজের 'সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক সংখ্যক সুখ' ('greatest good of the greatest number') বিধান করতে হলে রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সংকুচিত করে রাখলে চলবে না। তিনি মনে করেন, সর্বাধিক সংখ্যকের

Scanned by CamScanner

সর্বাধিক সংখ্যক সুখ বিধান করতে হলে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কার্যাবলীকেও প্রসারিত করতে হবে। ব্যাপক সংখ্যকের ব্যাপক সংখ্যক সুখ বিধানের জন্য রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় সকল কাজই করতে হবে। যেমনটি সমাজবাদী রাষ্ট্র করে থাকে। এদিক থেকে রাষ্ট্রকে শিক্ষা, সংস্কৃতি, চিকিৎসা, অর্থনীতির সুষম বণ্টন প্রভৃতি সকল প্রয়োজনীয় কাজই সম্পাদন করতে হবে। এইজন্য পরিণত জীবনের মিলকে ওয়েপার প্রমুখ চিন্তাবিদ্‌গণ সমাজবাদের সমর্থক বলে মনে করেন। ওয়েপার তো নিশ্চিন্তভাবেই বলেছেন, 'This being so, Mill shows a great deal of sympathy for socialism.'

জনজীবনের সুখ বিধানের জন্যই রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি

বস্তুতপক্ষে মিল তাঁর পরিণত জীবনে ব্যক্তিস্বাধীনতার সুরক্ষার স্বার্থে রাষ্ট্রকে সমাজবাদী রাষ্ট্রের মতই সমাজের প্রয়োজনের উপযুক্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন করার আহ্বান জানিয়েছেন। মিল মনে করতেন, আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা (Elites বা Enlightened people) এই বর্ধিত ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রকে সুযোগ্যভাবে পরিচালনা করবেন। আর জনগণকে আলোকপ্রাপ্ত বা উদ্দীপিত করে তোলার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। মিল তাই সমাজে সার্বিক শিক্ষা প্রবর্তনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে দিতে চেয়েছেন। তিনি মনে করেন, রাষ্ট্রকেই শিক্ষার উন্নতির স্বার্থে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে উৎসাহিত করতে হবে। শুধু শিক্ষার বিস্তার ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার সম্প্রসারণ মাত্রই নয়, জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসার প্রতিও রাষ্ট্র যোগ্য নজর দেবে এবং জনজীবনে সুস্থ সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্যও রাষ্ট্র সংস্কৃতি চর্চ্চায় উৎসাহ দেবে। শুধু তাই নয়, উৎপাদন ও বণ্টনে সুষ্ঠু শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই গ্রহণ করতে হবে। এই দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে না থেকে যদি ব্যক্তি বিশেষের হাতে থাকে, তাহলে সমাজের সম্পদ ও মূলধন ব্যক্তি বিশেষের মুনাফা বৃদ্ধির কাজেই নিয়োজিত হবে, সমাজের সার্বিক মঙ্গলের জন্য নয়। মিল মনে করেন, রাষ্ট্রকে সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে, যাতে ধনী-দরিদ্রের উৎকট ধনবৈষম্য দূরীভূত হয় এবং সাধারণ জনজীবন সুস্থ ও নিশ্চিন্ত হয়। এইভাবে মিল ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তির জীবনযাত্রার নিশ্চয়তার স্বার্থে রাষ্ট্রের ক্ষমতার সম্প্রসারণ চেয়েছেন।

জনজীবনের স্বার্থে রাষ্ট্রের সম্প্রসারিত ভূমিকা

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ব্যক্তিস্বাধীনতার একনিষ্ঠ সমর্থক জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর পরিণত জীবনে ব্যক্তিস্বাধীনতার বিজয়বার্তা ঘোষণা করেও রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে সম্প্রসারিত করতে চেয়েছেন। বলাই বাহুল্য যে, তিনি রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে বর্ধিত করতে চাইলেও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে কোন মতেই উপেক্ষা করতে চাননি। তাই রাষ্ট্রের ক্ষমতার সম্প্রসারণের কথা বলেছেন বলে তাঁকে এক বাক্যে সমষ্টিবাদী, সমাজবাদী বা সর্বাত্মকতাবাদী (Totalitarian) বলে চিহ্নিত করা ঠিক নয়। বরং, একথাই ঠিক যে, ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে মিল রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সম্প্রসারণ ঘটাতে চেয়েছেন। অর্থাৎ তিনি রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সম্প্রসারণ ঘটিয়েও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত ও সুরক্ষিত করতে চেয়েছেন। এবং এইভাবেই মিল তাঁর উদারনীতিবাদে রাষ্ট্রের ভূমিকার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের মধ্যে অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছেন।

চূড়ান্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সত্ত্বেও ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণ

Scanned by CamScanner

মূল্যায়ন ঃ প্রকৃতপক্ষে মিল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সম্প্রসারণ চাইলেও রাষ্ট্রকে সর্বাত্মক বা সামগ্রিকতাবাদী (Totalitarian) করে তুলতে চাননি। বরং তাকে ব্যক্তিস্বাধীনতার সংরক্ষণকারী উদার সংস্থায় পরিণত করতে চেয়েছেন। তাই ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বার্থে রাষ্ট্রের ক্ষমতার সম্প্রসারণ সংক্রান্ত মিলের বক্তব্য উদারনীতিবাদকেই প্রতিফলিত করে। কারণ, উদারনীতিবাদের লক্ষ্যই হল এমন এক সমাজ গড়ে তোলা, যে সমাজ হল স্বাধীন, দায়িত্বশীল ও আইন মান্যকারী জনগণের সমাজ এবং যেখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে জনগণ সকল প্রকার দারিদ্র্য, দাসত্ব ও স্বেচ্ছাচারিতার হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে, যেখানে সকলেই সুস্থ দেহ ও সুশিক্ষিত মনের অধিকারী এবং সেখানে সকলেই নিজেদের সত্তার সর্বোত্তম বিকাশের জন্য সমান সুযোগ সুবিধার অধিকারী। বলাই বাহুল্য, মিল এই ধরনের উদারনীতিবাদী সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছেন, যেখানে রাষ্ট্রই সমাজের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করে জনজীবনকে সুস্থ, সুদৃঢ়, নিরাপদ ও নিশ্চিত করে তুলবে এবং ব্যক্তিস্বাধীনতাকে করে তুলবে যথার্থ অর্থবহ ও সুরক্ষিত।

মিল ঃ রাষ্ট্র হল কল্যাণকর সংস্থা

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মিলের বর্ণিত রাষ্ট্র কোন মতেই সর্বাত্মক বা সামগ্রিকতাবাদী রাষ্ট্র নয়, বরং তা জনকল্যাণকর উদারনৈতিক রাষ্ট্র। মূলতঃ শিল্প বিপ্লবের পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সমাজে মানুষে মানুষে যে উৎকট ধনবৈষম্য গড়ে উঠেছিল এবং এর ফলে সাধারণ জনজীবনে যে হতাশা ও বিপর্যয় নেমে এসেছিল, তাতে মিল যারপরনাই হতাশ হন। এবং এমত অবস্থায় জনজীবনকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য এবং ব্যক্তিস্বাধীনতাকে একান্তভাবে সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে তিনি রাষ্ট্রকে সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বা কার্য সম্পাদনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাই রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের মূল লক্ষ্যই হল, মিলের মতে, জনজীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করা এবং নাগরিকগণেরও কর্তব্য হল রাষ্ট্রের এই জনকল্যাণমূলক কাজের তথা উপযোগিতার মানদণ্ডে রাষ্ট্রকে বিচার করে দেখা। উপযোগিতার মানদণ্ডে রাষ্ট্র উত্তীর্ণ হলে নাগরিকগণের কর্তব্য হল সেই রাষ্ট্রকে গ্রহণ করা ও মান্য করা। তাই মিল নাগরিকগণকেও শিক্ষা লাভের মধ্য দিয়ে দায়িত্বশীল হয়ে ওঠার কথা বলেছেন।

ব্যক্তির সুস্থতার স্বার্থে রাষ্ট্রের মহিমান্বিত ভূমিকা

মন্তব্য ঃ সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মিল তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার প্রথম লগ্নে একমাত্র ব্যক্তিস্বাধীনতারই জয়গান গেয়েছেন এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপকে অকাম্য বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি তাঁর জীবনের পরিণত পর্যায়ে শিল্প বিপ্লব প্রসূত ধনবৈষম্যগত যাবতীয় সংকটে জনজীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে বিপন্ন হতে দেখে রাষ্ট্রের ক্ষমতার সম্প্রসারণকে একান্তভাবেই কাম্য বলে মনে করেছিলেন। তিনি মনে করতেন, ধনবৈষম্যযুক্ত সমাজে সাধারণ জনজীবনকে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ করে তুলতে হলে এবং ব্যক্তিস্বাধীনতাকে যথার্থই সুরক্ষিত করতে হলে একমাত্র রাষ্ট্রই পারে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে, ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষ একাজ আদৌ করতে পারে না। তাই, তাঁর রাষ্ট্র হল জনকল্যাণকর রাষ্ট্র। মূলতঃ ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করার লক্ষ্যেই মিল রাষ্ট্রের

ব্যক্তির স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মধ্যে অপূর্ব সমন্বয়

Scanned by CamScanner

ক্ষমতাকে সম্প্রসারিত করতে চেয়েছেন। এইভাবেই, মিল ব্যক্তিস্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটিয়ে এক সমৃদ্ধ মাত্রায় উদারনীতিবাদের উত্তরণ ঘটিয়েছেন।

Scanned by CamScanner